গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়ঃ 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এবং 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' এর বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনার মাধ্যমে সড়ক খনন নীতিমালা সংশোধন এবং সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মুহম্মদ ইব্রাহিম
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময় : ২২ এপ্রিল ২০২৪ সোমবার, বেলা ৩:০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-**ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীতে পরিকল্পিতভাবে সড়ক খনন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' ও সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি প্রণয়ন করা হয়। এগুলো প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী আনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রত্যাশী দপ্তর/সংস্থা হতে কিছু প্রস্তাবনা পাওয়া গিয়েছে। আজকের সভায় সকলের উপস্থিতিতে প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে সড়ক খনন নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তিনি সভার আলোচ্যসূচিসহ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ উপস্থাপন করার জন্য উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১)-কে আহ্বান জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এর আলোকে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশকৃত সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এর বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে ২২/০৮/২০২২ তারিখে প্রাপ্ত পত্রের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ১০৪৩ নম্বর স্মারকে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সড়ক খনন নীতিমালা ও সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিদ্যমান 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এবং 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা এবং এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাবনা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থা বিশেষ করে খুলনা ওয়াসা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা হতে সড়ক খনন নীতিমালা সংশোধনের বিষয়ে কিছু মতামত পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত ৩নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যমান নীতিমালা ও সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সংশোধনের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, ডেসকো ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ হতে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালায়

প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন এবং ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সকল সিটি কর্পোরেশনে প্রযোজ্য হবে কি না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। পরে তিনি প্রাপ্ত মতামতসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন এবং বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালা সংশোধনসহ সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সারাদেশে সকল সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কী না, এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

৩. চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী জনাব মাকসুদ আলম বলেন, সড়ক খননের অনুমতি চেয়ে সিটি কর্পোরেশনে আবেদন করার পর অনেক সময় প্রয়োজনীয় অনুমতি পেতে বিলম্ব হয়। বিদ্যমান 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এর ১.৩ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রত্যাশী সংস্থা হতে আবেদন প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সড়ক খননের অনুমতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক কী করণীয় হবে তা নীতিমালায় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াজ উদ্দিন বলেন, ঢাকা ওয়াসার বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলোর সড়ক খননের অনুমতি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রতিদিন বড় অংকের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তিনি আবেদন প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

৪. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খন্দকার মাহবুব আলম বলেন, প্রত্যাশী সংস্থা হতে সড়ক খননের অনুমতির আবেদন প্রাপ্তির পর সেগুলো যাচাই-বাছাই করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। সড়ক খনন কাজের ধরন বিবেচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সড়ক খননের অনুমতি প্রদানে ২০ (বিশ) কার্যদিবস পার হয়ে যায়। তবে বেশির ভাগ আবেদন ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যেই নিষ্পত্তি করা হয়। যে সকল আবেদন ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না, সেগুলোর বিষয়ে সড়ক খনন নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থাকে অবহিত করা হয় মর্মে তিনি জানান।

৫. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন সংস্থা হতে একসাথে অনেক আবেদন আসে। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসেসমেন্ট করতে হয়। অনেক সময় প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ফি জমা দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণেও কিছুটা সময়ক্ষেপণ ঘটে। এছাড়া সকল প্রত্যাশী সংস্থার আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিষ্পত্তি করে অনুমতি প্রদান করা হয়।

৬. ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম খান বলেন, সড়ক খননের পর খননকৃত সড়ক মেরামত বা পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতা দেখা দেয়। এটি সাধারণত সিটি কর্পোরেশনই করে থাকে। যেহেতু সিটি কর্পোরেশনকে অন্যান্য আরো অনেক কাজ করতে হয়, তাই মেগা প্রকল্পের কাজে খননকৃত সড়কগুলো মেরামত বা Restoration এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিদেশী পরামর্শক নিয়োজিত করে তারা এ কাজটি করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খরচ সিটি কর্পোরেশনগুলো ক্ষতিপূরণ ফি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উক্ত মেরামত বা Restoration এর কাজটি সড়ক খনন নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে প্রত্যাশী সংস্থাও করতে পারে।

৭. চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী বলেন, সড়ক খনন নীতিমালার ১.৩.৩ নং অনুচ্ছেদে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খননকৃত সড়কের সাইট থেকে উত্তোলিত মাটি অপসারণ করা না হলে জামানত থেকে যাবতীয় ব্যয় দ্বিগুণ হারে কর্তন করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সাইট থেকে উত্তোলিত মাটির ব্যবহারযোগ্য অংশ সাইটের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হলে পরবর্তীতে তা Backfill এর কাজে ব্যবহার করা গেলে এতে কিছুটা ব্যয় সাশ্রয় হয়। কিন্তু উত্তোলনকৃত সম্পূর্ণ মাটি অপসারণ করা হলে Backfill এর জন্য প্রয়োজনীয় মাটি/বালি অন্য স্থান হতে সরবরাহ করতে হয়। তাই উত্তোলনকৃত মাটির ব্যবহারযোগ্য অংশ Backfill এর কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, Backfill এর কাজে মাটি ব্যবহার করা হলে তা টেকসই হয় না, এ কাজে বালি ব্যবহার করতে হয় এবং Backfill এর কাজটি প্রত্যাশী সংস্থার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর করতে হয়। তাই উত্তোলিত মাটি অপসারণের বিষয়ে নীতিমালায় বিদ্যমান বিধান যৌক্তিক মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৮. ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াজ উদ্দিন বলেন, বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ১.৩.৫ নং অনুচ্ছেদে খননকৃত সড়কের পুনর্বাসন পরিকল্পনা (Rehabilitation plan) এ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক অবশ্যই পালনীয় হিসেবে (খ) ক্রমিকে বালি ভরাটকৃত Trench এর উপর Brick soling ও Herring bond করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে দিতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। মূলত রাস্তা খননের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা সিটি কর্পোরেশনকে দেওয়া হয় সেই টাকার মধ্যে Brick Soling & Herring bond এর আইটেমগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই বিদ্যমান নীতিমালার এ শর্তটি বাদ দেওয়া যেতে পারে মর্মে তিনি জানান।

৯. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) এর উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ ফয়েজ করিম বলেন, ডিপিডিসি কর্তৃক সঞ্চালন লাইনের কাজের সময় আড়াআড়ি এবং রাস্তার পার্শ্ব বরাবর ফুটপাত দিয়ে রাস্তা খনন করা হয়। পার্শ্ব বরাবর খননকৃত রাস্তার খনন কাজ শেষ হওয়ার পর Trench বালি দ্বারা যথাযথভাবে ভরাট ও Compaction করে সম্পূর্ণ Trench এর উপর Brick soling ও Herring bond করতে বাজেটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার পরিশিষ্ট-'খ' তে Standard Operating Procedure (SOP) এর ১৩ নং ক্রমিকে খনন কাজ সম্পন্নের পর Trench বালি দ্বারা যথাযথভাবে ভরাট ও Compaction করার এবং ১৪ নং ক্রমিকে আড়াআড়ি খননের ক্ষেত্রে ভরাটকৃত Trench এর উপর Brick soling ও Herring bond করে/এম.এস সিট দিয়ে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে দিতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তাই বিদ্যমান নীতিমালার মূল অংশের ১.৩.৫ নং অনুচ্ছেদ হতে (ক) ও (খ) ক্রমিকের দুইটি শর্ত বাদ দেওয়া প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন।

১০. এ পর্যায়ে সভাপতি সকলের মতামত/পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ১.৩.৫ নং অনুচ্ছেদের খননকৃত সড়কের Rehabilitation plan এ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক অবশ্যই পালনীয় শর্তাবলি হতে (খ) নং শর্তটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে মর্মে জানান।

১১. ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াজ উদ্দিন বলেন, বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ১.৩.৬ নং অনুচ্ছেদে সড়ক খনন ফি এর সাথে সকল সংস্থাকে ১০০% জামানত প্রদানের বিধান রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট ঢাকা ওয়াসা জামানত হিসেবে অনেক টাকা পাওনা রয়েছে যা তারা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও পাচ্ছেন না। তিনি জামানতের অর্থ সরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে থোক বা ব্যাংক গ্যারান্টি

আকারে জমা নেওয়ার জন্য এবং সড়ক খনন শেষে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উক্ত জামানত প্রত্যাশী সংস্থাকে যথাসময়ে পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা ও বিটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পের ডিপিপিতে জামানত বা জরিমানা বাবদ কোনো অর্থের সংস্থান না থাকায় সড়ক খননের অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রদানের সুযোগ নেই। তাই তারা বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালায় সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত বা জরিমানার বিধান না রাখার জন্য প্রস্তাব করেন।

১২. ডেসকো এর প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট ডেসকো'র জামানত বাবদ প্রায় ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক পাওনা রয়েছে, যা দীর্ঘদিন যাবৎ যোগাযোগ করেও ফেরত পাওয়া যায়নি। তিনি সড়ক খনন ফি এর সাথে ১০% জামানত গ্রহণ এবং পুঞ্জিভূত জামানত সর্বোচ্চ ২ (দুই) কোটি টাকা হতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খন্দকার মাহবুব আলম বলেন ডেসকো, বিটিসিএল, তিতাস গ্যাস এ সংস্থাগুলো কর্তৃক সড়ক খননের সময় ক্ষতির পরিমান তুলনামূলক কম হয়। কিন্তু ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ড্রেনেজ বা পাইপলাইন স্থাপন ও মেরামত সংক্রান্ত কাজের সময় অনেক ক্ষেত্রে সড়ক খননের পরিমাণ তাদের আবেদনকৃত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। রাস্তার ক্ষতি হ্রাসকল্পে এবং অপ্রয়োজনীয় খনন নিরুৎসাহিত করার জন্য নীতিমালায় জামানত প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত। তিনি আরো বলেন, ডেসকোর জামানত ফেরত প্রদানের বিষয়ে তাদের প্রতিনিধির সাথে ইতোমধ্যে সভায় আলোচনা হয়েছে এবং তা সমন্বয় করা হচ্ছে।

১৩. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) বলেন, ঢাকা ওয়াসার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এডিবি'র অর্থায়নে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঢাকা পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জামানত হিসেবে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করে এপ্রিল ২০২৩ মাসে এ বিভাগ হতে সড়ক খননের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

১৪. খুলনা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ্ বলেন, বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ১.৪.৪ নং অনুচ্ছেদে মে হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) মাসকে বর্ষা মৌসুম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সময় সড়ক খনন কাজ পরিহার এবং সড়ক খননের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে মূল ক্ষতিপূরণসহ ৫০% অতিরিক্ত ফি জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু মে মাস হতে প্রকৃতপক্ষে বর্ষা শুরু হয় না। বর্ষা মৌসুমে ৫ (পাঁচ) মাস কাজ বন্ধ রাখা হলে ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকৃত বর্ষার সময় ২ (দুই) মাস বিবেচনা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী জনাব মাকসুদ আলম বলেন, বর্ষা মৌসুমে খননকালে সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হলে যৌথ পরিমাপের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে। তাই ৫০% অতিরিক্ত ফি রাখার বিধানটি বাতিল করা যেতে পারে মর্মে তিনি জানান। এ প্রসংগে ডেসকো'র প্রতিনিধি বলেন, বর্ষা মৌসুমে ৫ মাস কাজ কাজের জন্য সিটি কর্পোরেশন ৫০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণসহ ১৫০% জামানত নিয়ে থাকে। যেহেতু বর্ষা মৌসুম শুরু হয় জুন মাস হতে তাই 'জুন' ও 'জুলাই' ২ (দুই) মাস "বর্ষা মৌসুম" হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বর্ষা মৌসুমে শুধুমাত্র অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ফি ১০% নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৫. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বর্ষা মৌসুমে সড়ক খনন করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। তদ্‌প্রেক্ষিতে বর্ষা মৌসুমে সড়ক খনন নিরুৎসাহিত করতেই নীতিমালায় মূল ক্ষতিপূরণ ফি এর সাথে ৫০% অতিরিক্ত ফি জমা প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় মর্মে তিনি জানান।

১৬. এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত ও পরামর্শের আলোকে বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ১.৪.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ষা মৌসুম হিসেবে বর্ণিত ৫ টি মাসের (মে, জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর) মধ্যে 'মে' মাস বাদ দিয়ে নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ প্রদান করেন।

১৭. ডেসকো এর প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বলেন, বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ২.১ নং অনুচ্ছেদে সড়ক খননের আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ফি ও জামানত নির্ধারণ, অনুমতি প্রদান, খনন কাজ তদারকি ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ওয়ানস্টপ সমন্বয় সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেল এর কার্যপরিধিতে দু'সপ্তাহ অন্তর অন্তর সমন্বয় সেলের সভা অনুষ্ঠিত হবার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা হয় না। ফলে সড়ক খনন অনুমোদন প্রাপ্তি প্রায়শ বিলম্বিত হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লেইং কাজ বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়। তিনি সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ডিমান্ড নোট প্রদান করার বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিশেষায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) দিন অন্তর অন্তর আলাদাভাবে One Stop Cell এর সভা আহ্বান এবং সভা আহ্বানের দিন হতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোট প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে মতামত প্রদান করেন।

১৮. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর ওয়ানস্টপ সেল কর্তৃক সেগুলো যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। জামানত ও খনন ফি জমা হওয়ার পর সেল এর মাধ্যমে যৌথ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে মেয়র মহোদয়ের অনুমোদন নিতে হয়। খনন কাজের ধরন অনুযায়ী অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করে ২-১ দিন বেশি সময় লেগে যায়, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে খননের অনুমতি প্রদানের পর ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে ০৭ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ খনন কাজের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ডিমান্ড নোট প্রদান করা হয়ে থাকে মর্মে তিনি জানান।

১৯. তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ মোল্লাহ্ বলেন, ইতঃপূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন রাস্তা খননের ক্ষতিপূরণের সাথে আলাদাভাবে কোন সার্ভিস চার্জ সংযুক্ত না করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করছে। কিন্তু ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে আলাদাভাবে ১৫% সার্ভিস চার্জ সংযুক্ত করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে নির্দেশনা পাওয়ার পর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আলাদাভাবে কোনো সার্ভিস চার্জ নেওয়া হচ্ছে না।

২০. খুলনা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি'র রেইট সিডিউলে বর্ণিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির রাস্তার খনন ফি এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের খনন ফি এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কারণ সকল সিটি কর্পোরেশনের সড়কের থিকনেস বা পুরুত্ব সমান নয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বর্গমিটার বিটুমিনাস, সিসি ও আরসিসি সড়ক নির্মাণে প্রকৃতপক্ষে যে খরচ হয় তা ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এ ধার্য্যকৃত রেট এর চেয়ে প্রায় ৩০-৪০% কম। তাই তিনি সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক (বিটুমিনাস, সিসি, আরসিসি ইত্যাদি) নির্মাণে প্রকৃত ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সড়ক খননের ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান।

২১. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের বিষয়ে গত ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা মহানগরীতে সড়কের বিভিন্ন গভীরতায় খননের ক্ষেত্রে সড়কের উপর প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক ক্ষতির পরিমাণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো এর কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে তা মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরবর্তীতে এটি সকল সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োগ করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাতেও বিদ্যমান সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা এবং এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাবনা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ইতোমধ্যে যেহেতু বিভিন্ন সংস্থা হতে ক্ষতিপূরণ ফি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে তাই বিদ্যমান সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির সড়ক খননে ব্যবহৃত আইটেমগুলোর বর্তমান রেইট সিডিউল পর্যালোচনা করে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এর প্রস্তাব দাখিলের জন্য ইতঃপূর্বে গঠিত কারিগরি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

২২. সভাপতি বলেন, আজকের আলোচনার মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয়ে সমাধান বের হয়ে এসেছে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যাশী সংস্থার আবেদন পাওয়ার পর সড়ক খনন নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সড়ক খননের প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সড়ক খনন ফি এর সাথে সকল প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে মোট ফি'এর ৫০% জামানত অথবা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উক্ত অর্থ কাজ সমাপ্তির পর দ্রুততম সময়ে প্রত্যাশী সংস্থাকে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ডিমান্ড নোট প্রদানের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন নজর দিতে হবে। সড়ক খনন কাজের আইটেমগুলোর বর্তমান রেইট সিডিউল পর্যালোচনা করে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে গঠিত কারিগরি কমিটিকে মতামত প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৩. **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এর ১.৩.৫ নং অনুচ্ছেদের খননকৃত সড়কের পুনর্বাসন পরিকল্পনা (Rehabilitation plan) এ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক অবশ্যই পালনীয় শর্তাবলি হতে (খ) নং শর্তটি [(খ) বালি ভরাটকৃত Trench এর উপর Brick soling ও Herring bond করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে দিতে হবে;] বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হলো।	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
২.	(ক) সড়ক খনন ফি এর সাথে সকল প্রত্যাশী সংস্থা মোট ফি এর ৫০% জামানত অথবা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে প্রদান করবে মর্মে সুপারিশ করা হলো।	(১) সিটি কর্পোরেশন (২) ওয়াসা (সকল) (৩) ডিপিডিসি; (৪) ডেসকো; (৫) বিটিসিএল; (৬) তিতাস গ্যাস (৭) অন্যান্য প্রত্যাশী সংস্থা
	(খ) জামানতের অর্থ খনন কাজ শেষ হওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থাকে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৩.	বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালার ১.৪.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ষা মৌসুম হিসেবে বর্ণিত ৫ টি মাসের (মে, জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর) মধ্যে 'মে' মাস বাদ দিয়ে নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি সংশোধন করতে হবে।	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
৪.	(ক) প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জামানত ও খনন ফি জমা হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিমান্ড নোট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল)
	(খ) সিটি কর্পোরেশন হতে যৌথ জরিপ করার পত্র প্রাপ্তির পর এ কার্যক্রমে সকল প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	(১) ওয়াসা (সকল) (২) ডিপিডিসি (৩) ডেসকো (৪) বিটিসিএল (৫) তিতাস গ্যাস (৬) অন্যান্য প্রত্যাশী সংস্থা

৫.	বিদ্যমান সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির সড়ক খননে ব্যবহৃত আইটেমগুলোর বর্তমান রেইট সিডিউল পর্যালোচনা করে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এর প্রস্তাব দাখিলের জন্য যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১) এর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত কারিগরি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো: (১) যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ (২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা (৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেসকো (৬) নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটি
৬.	সভার আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশের আলোকে 'ঢাকা মহানগরীর বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' সংশোধনপূর্বক সংশোধিত খসড়া অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ

২৪. পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/৪/২৪

মুহম্মদ ইব্রাহিম
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০১.১৮-৪১১/১(৩০)

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ / ২৮ এপ্রিল ২০২৪

বিতরণ-কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): বিতরণ-কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/পানি সরবরাহ অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লিমিটেড (ডিপিডিসি), বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো, ২২/বি, ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল, পরিবাগ, মগবাজার, ঢাকা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস কোম্পানী লি:, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা .....সিটি কর্পোরেশন।
১১. সিনিয়র সহকারী সচিব, (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১২. সচিব এর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩. অফিস কপি।

২৮/৪/২০২৪

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd